# ইসলামি ও আরবি বিষয়ে একাডেমিক গবেষণার রীতি ও পদ্ধতি

(মানবিক, সামাজিক ও আইন বিজ্ঞানে ইসলামি গবেষণার আধুনিক রীতি ও কৌশল বিষয়ক গ্রন্থ)

ড. মোহাম্মদ নেয়ামত উল্লাহ
ড. মুহাম্মদ রুহুল আমিন

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

**ইসলামি ও আরবি বিষয়ে একাডেমিক গবেষণার রীতি ও পদ্ধতি**
ড. মোহাম্মদ নেয়ামত উল্লাহ
ড. মুহাম্মদ রুহুল আমিন

বি আই এল আর এল এ সি-১৭

ISBN : 978-984-91686-3-8

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ২০১৬
দ্বিতীয় মুদ্রণ : নভেম্বর, ২০১৭
তৃতীয় মুদ্রণ : ডিসেম্বর, ২০১৯
চতুর্থ মুদ্রণ : এপ্রিল, ২০২৪

© সংরক্ষিত

**প্রকাশক**
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর পক্ষে
শহীদুল ইসলাম
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার
স্যুট-১৩/বি, লিফ্ট-১২, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০২-২২৩৩৫৬৭৬২ মোবাইল : ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭
E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com
www.ilrcbd.org

**কম্পোজ**
ল' রিসার্চ কম্পিউটার্স বিভাগ

**প্রচ্ছদ**
ইলয়াস হোসাইন

**মুদ্রণ**
রাইয়ান প্রিন্টাস

**দাম :** ৪০০ টাকা US $ 10.00

---

ISLAMI O ARBI BISHOYE ACADEMIK GOBESHONAR RITI O PODDHATI (Methodology of Academic Research in Islamic and Arabic Disciplines), Written by Dr. Mohammad Nayamat Ullah and Dr. Muhammad Ruhul Amin, Published by Shohidul Islam on behalf of Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre. 55/B Purana Paltan, Noakhali Tower, Suite-13/B, Dhaka-1000, Bangladesh. Printed at Raiyan Printers, Elephant Road, Dhaka, Price Tk. 400 US $ 10

# প্রকাশকের কথা

ইসলাম একটি চিরন্তন ও সজীব জীবনধর্ম। নিজের অলঙ্ঘনীয় মৌলিকত্ব অক্ষুন্ন রেখে সময় ও কালের সকল পরিবর্তন পরিবর্ধনকে আত্মস্থ ও ধারণ করে কেয়ামত পর্যন্তই ইসলাম মানব ও সৃষ্টিকুলের কল্যাণ নিশ্চিত করার সক্ষমতা রাখে। এটি এমন এক ব্যবস্থা যা নিত্য পরিবর্তনশীল যুগের প্রয়োজন ও চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে দীনের আদর্শিকতা ও আল্লাহর দাসত্বের বন্ধনে কোন প্রকার ব্যত্যয় না ঘটিয়েও স্থান কাল পাত্রের উপযোগিতা অনুযায়ী নিজেকে অনুসরণীয় আদর্শরূপে উপস্থাপনে সক্ষম।

বর্তমানে জ্ঞান বিজ্ঞানের যে উন্নয়ন ঘটেছে, কুরআনুল কারীমে তার ভিত্তি ও নির্দেশনা রয়েছে। কুরআনকে কেন্দ্র করেই ছিল পূর্বেকার মুসলমানদের জ্ঞানসাধনা। তারা জগৎকে দেখাতে পেরেছিলেন আবিষ্কার ও উন্নয়নের মহাসড়ক। ফলে তৎকালিন মুসলমান মনীষীগণ ছিলেন জ্ঞান ও বিজ্ঞানে পৃথিবীর সকলের জন্যে পথপ্রদর্শক। মুসলিম বিশ্বেই স্থাপিত হয়েছিল সর্বাধুনিক বিজ্ঞানাগার ও গবেষণা কেন্দ্র। দুনিয়ার সকল জ্ঞানান্বেষু পণ্ডিতজনেরা ভিড় জমাতেন বাগদাদ, কর্ডোভা, বুখারা, সমরকন্দ ইত্যাদি এলাকায়। কিন্তু কালক্রমে তাদের জ্ঞান গবেষণায় ভাটা পড়ে এবং ধীরে ধীরে তারা পথ নির্দেশকের অবস্থানচ্যুত হয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান, আবিষ্কার ও উদ্ভাবনে অমুসলিমদের অনুসারীতে পরিণত হয়।

জীবন ও জগতের সর্বক্ষেত্রে অভূতপূর্ব পরিবর্তনের কারণে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তার সাথে সামঞ্জস্য বিধানের জন্যে ইসলামি শরীয়তে নানা বিষয়ে গবেষণার কোন বিকল্প নেই। এ কারণে যুগচাহিদার প্রেক্ষিতে ইসলামের বিধানকে সতত কার্যকরী প্রমাণিত করতে গবেষণার পথ রচনা করেছিলেন ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল প্রমুখ। তাদের গবেষণার কারণেই ইসলাম সেইযুগে সর্বক্ষেত্রেই কার্যকর হতে পেরেছিল।

বাংলাদেশে বেসরকারিভাবে যেমন বহু ইসলামি গবেষণা প্রতিষ্ঠান রয়েছে তদ্রূপ সরকারি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে রয়েছে গবেষণা সংক্রান্ত পাঠ্যসূচি। কিন্তু কোথাও প্রত্যাশিত ও আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা দেখা যাচ্ছে না। কেননা আধুনিককালে গবেষণার ক্ষেত্রে একটি বিধিবদ্ধ রীতিপদ্ধতি অনুসৃত হয়। অথচ আমাদের দেশের উলামায়ে কিরাম ও ইসলামি গবেষকদের গবেষণায় সেটি



ততোটা প্রতিফলিত হয় না, যার ফলশ্রুতিতে এদেশের গবেষণাকর্মগুলো আন্তর্জাতিক ভাবে একাডেমিক স্বীকৃতি লাভে পিছিয়ে থাকে।

আধুনিক গবেষকগণ পূর্বসূরি মনীষীগণের সূত্র ধরে ইসলামের মূলনীতি অক্ষুন্ন রেখে কীভাবে বিশ্বস্বীকৃত একাডেমিক পন্থায় গবেষণা করতে পারেন তার রীতি পদ্ধতি ও কলাকৌশল বর্ণিত হয়েছে, "ইসলামি ও আরবি বিষয়ে একাডেমিক গবেষণার রীতি ও পদ্ধতি" গ্রন্থে।

ইসলামি গবেষণা কাজে পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করতে পারে এমন কোন বস্তুনিষ্ঠ গ্রন্থ বাংলা ভাষায় নেই। এ শুন্যতা পূরণ করছে ড. মোহাম্মদ নেয়ামত উল্লাহ ও ড. মুহাম্মদ রুহুল আমিন রচিত এ গ্রন্থ। গ্রন্থটি ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে এবং এর দ্বারা সংশ্লিষ্ট সবাই উপকৃত হচ্ছেন এবং ইসলামি ও আরবি বিষয়ে বাংলাদেশে যারা গবেষণা করেন এবং আগ্রহবোধ করেন এই গ্রন্থ তাদের গবেষণার মানোন্নয়নে সহায়তা করবে।

ইসলামি শরীয়তের সকল বিধানকে বিশুদ্ধ গবেষণার মাধ্যমে জাতির সামনে উপস্থাপনের জন্যে গবেষকবৃন্দ মনোযোগী হবেন এবং ইসলামের চির কল্যাণময় জীবনব্যবস্থা সম্পর্কে দ্বিধান্বিত জনমানুষের সংশয় দূরীকরণে এই দুদর্শাগ্রস্ত জাতির পক্ষে কিছু ব্যক্তি মহান আল্লাহর সেই বাণী "কেনো তাদের মধ্যে থেকে কিছু লোক দীনের পাণ্ডিত্য অর্জনে বের হয় না, যাতে তারা ফিরে এসে জাতিকে দীনের সঠিক জ্ঞান দিতে পারে" এর নির্দেশনা পালনে আত্মনিয়োগ করবেন, আমরা এই প্রত্যাশা করি। আল্লাহ তাআলা আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কুবল করুন এবং লেখকদ্বয় ও সংশ্লিষ্ট সকলকে দুনিয়া ও আখেরাতে উত্তম প্রতিদানে আপ্লুত করুন।

মাআসসালাম

শহীদুল ইসলাম
নির্বাহী পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের খ্যাতিমান প্রফেসর
আরবি-বাংলা অভিধান 'আল-মু'জামুল ওয়াফী'-এর প্রণেতা
**ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান**-এর

# অভিমত

সভ্যতা-সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার উন্নয়নের জন্য গবেষণা পূর্বশর্ত। জ্ঞানের বিশাল জগত ও বিস্তৃত তথ্যভাণ্ডারে নতুন কিছু সংযোজন করে মানবতার কল্যাণ সাধনই গবেষণার উদ্দেশ্য। এ মহান উদ্দেশ্য সফলভাবে অর্জনের জন্য প্রয়োজন যথাযথ গবেষণাপদ্ধতি। কেননা গবেষণার বিজ্ঞানসম্মত সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ ব্যতিরেকে গবেষণা সম্ভব নয়। এ কারণে শিক্ষার উচ্চস্তরে "গবেষণাপদ্ধতি" একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে স্বীকৃত ও পঠিত। ইসলামি শিক্ষা ও আরবি বিষয়ক গবেষণাপদ্ধতির ওপর বাংলাভাষায় একটি পূর্ণাঙ্গ ও ব্যাপকভিত্তিক গ্রন্থ রচনার প্রয়োজনীয়তা অনেক দিন যাবত অনুভূত হয়ে আসছে। উক্ত বিষয়ের শিক্ষার্থীসহ সাধারণ গবেষকগণের এ ক্ষেত্রে ব্যাপক আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও সমসাময়িক ইসলামি গবেষণাপদ্ধতি সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান ও সহায়ক পুস্তকের অভাবে গবেষণা কাজে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড বজায় রাখা এবং উন্নতমানের গবেষণা কাজ ব্যাহত হচ্ছে। উক্ত প্রয়োজনীয়তাকে সামনে রেখে ড. মোহাম্মদ নেয়ামত উল্লাহ ও ড. মুহাম্মদ রুহুল আমিন এ গ্রন্থ প্রণয়নের যে মহতি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন তা অবশ্যই প্রশংসনীয়।

লেখকদ্বয়ের আন্তর্জাতিক মানের গবেষণাকর্মে দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা রয়েছে। তাঁরা দুজনই আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়া থেকে পি-এইচ.ডি. ডিগ্রি লাভ



করেছেন। আরবি ভাষা ও সাহিত্য, ইসলামি শিক্ষা ও শরীয়াহর বিভিন্ন দিকের ওপর রচিত এবং দেশ-বিদেশের বিভিন্ন জার্নালে তাদের অনেক গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। গবেষণার অভিজ্ঞতা এবং ইসলামি গবেষণা ও গবেষণাপদ্ধতির উন্নতি কল্পে তাদের দৃঢ় প্রত্যয়ের ফলাফল এই পুস্তক। তাঁরা একে ইসলামি ও আরবি বিষয়ক গবেষণাপদ্ধতির একটি সমন্বিত ও পরিপূর্ণ গ্রন্থ হিসেবে রূপ দেয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন এবং এ সম্পর্কিত অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ যেমন গবেষণা প্রস্তাবনা (Research Proposal), তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণপদ্ধতি, উদ্ধৃতি উপস্থাপনের বিভিন্ন পদ্ধতির বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। গ্রন্থটির বিষয়-বিন্যাস অত্যন্ত সুন্দর এবং রচনাশৈলী খুবই চমৎকার। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এর মাধ্যমে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদরাসার উচ্চ স্তরের শিক্ষার্থীবৃন্দসহ সব ধরনের গবেষকগণ উপকৃত হবেন।

এ ধরনের একটি গ্রন্থ রচনার জন্য আমি লেখকদ্বয়কে মোবারকবাদ জানাচ্ছি এবং সর্বস্তরের গবেষক বিশেষত ইসলামি ও আরবি বিষয়ে গবেষণায় ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করছি।

(প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান)
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ডিসেম্বর ৪, ২০১৬

# সূচিপত্র


**ভূমিকা** ........ ১৩

**প্রথম অধ্যায় : গবেষণার মৌলিক ধারণা** ........ **১৭-৫০**

- গবেষণার সংজ্ঞা ........ ১৭
- গবেষণার বৈশিষ্ট্য ........ ২১
- গবেষণার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ........ ২৪
- গবেষকের বৈশিষ্ট্য ........ ২৬
- গবেষণার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ........ ২৮
- গবেষণার প্রকারভেদ ........ ২৯
- গবেষণা পদ্ধতি ........ ৩৮
- গবেষণা পদ্ধতিবিদ্যা. ........ ৩৯
- ধারণা/প্রত্যয় ........ ৩৯
- বাস্তব ঘটনা ........ ৩৯
- তত্ত্ব ........ ৪০
- তাত্ত্বিক পরিকাঠামো ........ ৪১
- সমালোচনামূলক চিন্তন ও সৃজনশীলতা ........ ৪১
- গবেষণা: ইসলামি প্রেক্ষিত ........ ৪২
- বাংলাদেশে ইসলামি ও আরবি বিষয়ে গবেষণা ........ ৪৯

**দ্বিতীয় অধ্যায় : গবেষণা পদ্ধতি** ........ **৫১-৯৪**

- গবেষণা পদ্ধতির সংজ্ঞা ........ ৫১
- গবেষণা পদ্ধতির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ........ ৫২
- গবেষণার ইসলামি পদ্ধতি বনাম পাশ্চাত্য পদ্ধতি ........ ৫৩
- কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে গবেষণা পদ্ধতি ........ ৫৪
- গবেষণা পদ্ধতির প্রকারভেদ ........ ৫৫
  - গুণাত্মক পদ্ধতি ........ ৫৫
  - সংখ্যাত্মক পদ্ধতি ........ ৫৬
  - মিশ্র পদ্ধতি ........ ৫৭





  - আরোহ পদ্ধতি ........ ৫৯
  - অবরোহ পদ্ধতি ........ ৬১
  - তুলনামূলক পদ্ধতি ........ ৬৩
  - ঐতিহাসিক পদ্ধতি ........ ৬৪
  - বর্ণনামূলক পদ্ধতি ........ ৬৬
  - পরীক্ষামূলক পদ্ধতি ........ ৬৮
  - বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি ........ ৬৯
  - যুক্তি-তর্কনির্ভর পদ্ধতি ........ ৭০
  - কেস স্টাডি বা বিষয়-সমীক্ষা পদ্ধতি ........ ৭৩
  - জরিপ পদ্ধতি ........ ৭৫
  - নৃ-তাত্ত্বিক পদ্ধতি ........ ৭৭
  - সমালোচনামূলক পদ্ধতি ........ ৭৭
  - লাইব্রেরি পদ্ধতি ........ ৭৮
  - দার্শনিক পদ্ধতি ........ ৭৮
- জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গবেষণার পদ্ধতিগত তুলনা ........ ৭৮
- বিষয়ভিত্তিক গবেষণার বিশেষ পদ্ধতি ........ ৮৫

**তৃতীয় অধ্যায় : গবেষণা প্রস্তাবনা** ........ **৯৫-১১৪**

- গবেষণা প্রস্তাবনার বৈশিষ্ট্য ........ ৯৬
- গবেষণা প্রস্তাবনার কাঠামো ........ ৯৬
  - গবেষণা শিরোনাম ........ ৯৬
  - ভূমিকা ........ ৯৮
  - গবেষণা সমস্যা ........ ৯৮
  - গবেষণা প্রশ্ন ........ ১০১
  - গবেষণার উদ্দেশ্য ........ ১০২
  - গবেষণার গুরুত্ব ........ ১০৩
  - গবেষণা পরিধি ........ ১০৩
  - গবেষণা পদ্ধতি ........ ১০৪
  - প্রাসংগিক সাহিত্য পর্যালোচনা ........ ১০৪
  - গবেষণা বিষয় নির্বাচনের যৌক্তিকতা ........ ১০৯

তাত্ত্বিক পরিকাঠামো ........................................১০৯
অনুমিত সিদ্ধান্ত........................................১০৯
গবেষণা পরিভাষা ........................................১১২
অধ্যায় বিন্যাস ........................................১১২
গ্রন্থপঞ্জি ........................................১১২
প্রস্তাবনা ডিফেন্স/সেমিনার........................................ ১১৩

**চতুর্থ অধ্যায় : তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ..........................১১৫-১৫৬**

তথ্য ........................................১১৫
উপাত্ত ........................................১১৬
তথ্য-উপাত্তের প্রকারভেদ ........................................১১৬
তথ্য-উপাত্তের উৎস ........................................১১৬
গ্রন্থাগারভিত্তিক উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতি........................................১১৭
নমুনায়ন........................................১১৮
পর্যবেক্ষণ ........................................১২৫
প্রশ্নমালা........................................১২৯
সাক্ষাতকার ........................................১৩৯
ফোকাস দল আলোচনা ........................................১৪৮
তথ্য-উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ ........................................১৫০
তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ........................................১৫২
সাধারণীকরণ ........................................১৫৬

**পঞ্চম অধ্যায় : থিসিস রচনা ও বিন্যাস........................................১৫৭-২২০**

থিসিস ........................................১৫৭
থিসিসের প্রকারভেদ ........................................১৫৮
থিসিসের বিভিন্ন ধাপ........................................১৫৮
অভিসন্দর্ভের খসড়া প্রণয়ন ........................................১৫৯
সারণি ও চিত্র উপস্থাপন ........................................১৬০
যতিচিহ্ন ........................................১৬৪
উদ্ধৃতি ........................................১৭১
উদ্ধৃতির বিভিন্ন ধরন ........................................১৭৩





উদ্ধৃতি উপস্থাপনের বিভিন্ন পদ্ধতি ........................................১৭৫
এপিএ (APA) ........................................১৭৫
শিকাগো (CMS) ........................................১৮৭
হার্ভার্ড (Harvard) ........................................২০০
এমএলএ (MLA) ........................................২১০
সিএসই (CSE) . ........................................২১১
ইসলামি ও আরবি বিষয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত পদ্ধতি...২১২
উপসংহার উপস্থাপন পদ্ধতি ........................................২১৫
গ্রন্থপঞ্জি উপস্থাপনের পদ্ধতি .. ........................................২১৫
পরিশিষ্ট ........................................২১৬
থিসিস ফরমেট বা বিন্যাস . ........................................২১৬
চূড়ান্ত সম্পাদনা ........................................২১৮
সেমিনার ও মৌখিক পরীক্ষা........................................২২০

**ষষ্ঠ অধ্যায় : অ্যাসাইনমেন্ট, রিসার্চ আর্টিকেল ও অন্যান্য গবেষণাকর্ম.......২২১-২৫২**

অ্যাসাইনমেন্ট ও টিউটোরিয়াল ........................................২২১
অ্যাসাইনমেন্টের নমুনা........................................২২৭
গবেষণা প্রকল্প ও প্রতিবেদন ........................................২৩৪
একাডেমিক কনফারেন্স ........................................২৩৭
গবেষণা প্রবন্ধ........................................২৪০
গবেষণা জার্নাল ........................................২৪২
জার্নাল সম্পাদনা ........................................২৪২
ISI অধিভুক্ত জার্নাল........................................২৪৩
ইমপ্যাক্ট ফ্যাক্টর ........................................২৪৪
ইসলামি ও আরবি বিষয়ে প্রকাশিত আন্তর্জাতিক জার্নাল...........২৪৫
বাংলাদেশে ইসলামি ও আরবি বিষয়ে প্রকাশিত জার্নাল...........২৪৮
ওয়ার্কিং পেপার........................................২৪৮
কর্মশালা ........................................২৪৯
গবেষণাকর্ম পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন ........................................২৫০
গ্রন্থ পর্যালোচনা ........................................২৫২

**সপ্তম অধ্যায় : বিষয়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ উৎসগ্রন্থ** ............................**২৫৩-২৮২**
তাফসীর ও উলূমুল কুরআন ............................২৫৩
হাদীস ও উলূমুল হাদীস ............................২৫৭
সীরাহ ও ইসলামের ইতিহাস ............................২৬১
ফিক্‌হ ও উসূলুল ফিক্‌হ ............................২৬৩
আকীদা দাওয়াহ ও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব ............................২৬৯
সাহাবাহ চরিত ............................২৭২
ইসলামি শিক্ষা............................২৭২
আরবি ভাষা ও সাহিত্য............................২৭৩
ইসলামি অর্থনীতি ও ব্যাংকিং............................২৭৪
ইসলামি সমাজবিজ্ঞান ও মানবিক বিজ্ঞান ............................২৭৭
ইসলামি দর্শন ............................২৭৭
মনোবিজ্ঞান............................২৭৯
ইসলামি আদর্শবাদ............................২৭৯
রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রব্যবস্থা ............................২৭৯
ইসলামি আইন ও বিচারব্যবস্থা ............................২৮১
সমকালীন ইসলামি বিশ্ব ............................২৮২
বাংলাদেশ স্টাডিজ............................২৮২

**অষ্টম অধ্যায় :**
**বাংলাদেশে ইসলামি ও আরবি বিষয়ে পূর্বকার গবেষণাকর্ম**...............**২৮৩-৩২২**
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ............................২৮৩
আরবি বিভাগ ............................২৮৪
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ............................২৯০
বিশ্বধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগ ............................২৯৬
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ............................২৯৬
আরবি বিভাগ ............................২৯৭
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ............................২৯৯
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ............................৩০২
আরবি বিভাগ............................৩০৩
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ............................৩০৫



ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়............................৩০৫
আল-কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ............................৩০৬
দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ............................৩১০
আল-হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ............................ ৩১৬
আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ ............................৩১৯
আল-ফিকহ বিভাগ............................৩২২

**নবম অধ্যায় : ইসলামি ও আরবি বিষয়ে গবেষণার প্রস্তাবিত শিরোনাম**...**৩২৩-৩৩৯**
আল-কুরআন............................৩২৩
আল-হাদীস............................৩২৫
ফিক্‌হ ও উসূলে ফিক্‌হ............................৩২৬
আকীদাহ ও দাওয়াহ............................৩২৮
তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব ............................ ৩২৯
আরবি ভাষা ............................ ৩২৯
আরবি সাহিত্য ............................ ৩৩১
ইসলামি শিক্ষা ও সভ্যতা ............................৩৩২
ইসলামি অর্থনীতি ও ব্যাংকিং ............................ ৩৩৫
ইসলামি মূল্যবোধ............................ ৩৩৭
ইসলামি রাষ্ট্রনীতি ............................ ৩৩৮
ইসলামি দর্শন ............................ ৩৩৯

**গ্রন্থপঞ্জি** ............................৩৪১-৩৪৮

**পরিশিষ্ট-১ :** গবেষণা সংশ্লিষ্ট পরিভাষা ............................৩৪৯-৩৬২

**পরিশিষ্ট-২ :** গবেষণা কর্মে ব্যবহৃত শব্দ-সংক্ষেপ ............................৩৬৩-৩৬৪

**পরিশিষ্ট-৩ :** প্রশ্নমালার নমুনা............................ ৩৬৫-৩৭৬

# ভূমিকা

আধুনিক সমাজে গবেষণাকে উন্নত সভ্যতার মানদণ্ড ও সামাজিক উৎকর্ষতার মাপকাঠি বিবেচনা করা হয়। গবেষণা ব্যতীত জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নয়ন সম্ভব নয়। গবেষণায় যারা যত অগ্রসর সামগ্রিক উন্নয়নে তাদের অবস্থান তত অগ্রগামী। সভ্যতা-সংস্কৃতির মনস্তাত্বিক দ্বন্দ্বে বিরোধী শক্তিকে যুক্তিপূর্ণ ও বুদ্ধিবৃত্তিক মোকাবেলায় গবেষণা সর্বাধিক শক্তিশালী হাতিয়ার। কোন আদর্শ ও বিশ্বাসকে সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে গবেষণা এক অনন্য মাধ্যম। জীবনের গতিধারায় নানামুখি প্রভাব বিস্তারের পিছনে গবেষণার অবদান অনস্বীকার্য। গবেষণার প্রভাব এতই বিস্তৃত যে, শুধুমাত্র এরই ভিত্তিতে মানুষ পৃথিবীর সীমানা পেরিয়ে চাঁদ ও মঙ্গলগ্রহে বসবাসের উদ্যোগ নিতেও দ্বিধান্বিত হয় না।

বৈজ্ঞানিক তথা বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতিতে গবেষণা পরিচালনার মূল উদ্দেশ্য জ্ঞানের রাজ্যে নতুন কিছু সংযোজন করা। বিশাল ও দিগন্ত বিস্তৃত জ্ঞানের জগতে নতুন কিছু আবিষ্কার ও মানবতার কল্যাণে কোন তত্ত্ব উদ্ভাবনের মাধ্যমেই কেবল একটি সফল গবেষণা সম্পন্ন হতে পারে। অন্যদিকে সফল গবেষণার জন্য প্রয়োজন যথাযথ গবেষণা পদ্ধতির। মূলত যে ধারাবাহিক নিয়মপ্রণালী ও বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে গবেষণাকর্ম সম্পাদন করা হয় তাকেই গবেষণা পদ্ধতি বলা হয়।

একাডেমিক পরিভাষা হিসেবে 'গবেষণা পদ্ধতি'র সাথে পাশ্চাত্যের পরিচয় ইউরোপীয় রেনেসাঁ তথা পঞ্চদশ শতাব্দির পর হলেও মুসলিমগণ পবিত্র কুরআন অবতীর্ণের সময় তথা সপ্তম শতাব্দি থেকে বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োগ ও গবেষণার পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত হন। পবিত্র কুরআন সামগ্রিকভাবে চিন্তাশীলতার আশ্রয় গ্রহণ, সৃষ্টিজগতের রহস্য অনুধাবনের জন্য পর্যবেক্ষণ, বিরুদ্ধবাদীদের সাথে বিতর্কের ক্ষেত্রে বুরহান, দলীল, আয়াত ইত্যাদি পেশ, শর'য়ী বিধি-বিধানের 'ইল্লাত তথা কার্যকারণ ও এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য অনুধাবনের নির্দেশনা প্রদান করে। এসব নির্দেশনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পূর্বসূরী মুসলিম মনীষীগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গবেষণা ও তার নির্ভরযোগ্যতার স্বতন্ত্র নীতিমালা প্রণয়ন করেন। উদাহরণ স্বরূপ, হাদীস ও আদালাতের সাক্ষ্য হিসেবে কোন বর্ণনা যাচাইবাছাই, তা গ্রহণ ও বর্জনের পদ্ধতি প্রণয়ন, মামলা-মোকাদ্দমার বিচার-ফয়সালার নীতি নির্ধারণ, সৃষ্টিজগত পরিচালনায় মহান আল্লাহর গৃহীত নীতি (সুনান) নির্দিষ্টকরণ, নতুন নতুন বিষয়ের ইসলামি বিধান উদ্ভাবনের নীতিমালা তথা উসূলে ফিকহ শাস্ত্র প্রণয়ন ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পরবর্তী পর্যায়ে মুসলিমগণ উপর্যুক্ত নীতিমালার আলোকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা বিশেষত অনুশীলনমূলক



বিজ্ঞান (Experimental Sciences), প্রাকৃতিকবিজ্ঞান (Natural Sciences), সামাজিক বিজ্ঞান (Social Sciences), মানবিকবিজ্ঞান (Humanities) ইত্যাদির গবেষণা পদ্ধতি প্রণয়ন করেন।

গবেষণা ও গবেষণা পদ্ধতির উন্নয়নে মুসলিমদের সোনালী অতীত থাকলেও নানা কারণে তারা এক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে এবং ক্রমশ গবেষণা বিমুখ এক জাতিতে পরিণত হয়। মুসলমানদের এ দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে অন্যরা তাদের কৃতিত্ব ছিনিয়ে নিতে থাকে। অবশেষে তাদের কাছে প্রতীয়মান হয়, বন্ধুরা তাদেরকে পিছে ফেলে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। মুসলিম উম্মাহর পশ্চাতগামিতার এ পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় তাদের হারানো সম্মান ও গৌরবোজ্জল অতীতকে ফিরিয়ে আনা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গবেষণাকর্ম পরিচালনা করে মানব সভ্যতায় নতুন নতুন বিষয় সংযোজন করা। একথা অনিস্বীকার্য যে, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও গবেষণার উন্নয়ন এবং তার ইসলামিকরণের পূর্বশর্ত 'গবেষণা পদ্ধতি' নির্ধারণ। গবেষণার পদ্ধতি যদি ইসলামি নির্দেশনার আলোকে প্রণীত হয় তবে এর ভিত্তিতে সম্পন্ন প্রতিটি গবেষণাকর্মই মানবতার জন্য কল্যাণকর হতে বাধ্য। এরই পরিপ্রেক্ষিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ইসলামি গবেষণা পদ্ধতির গ্রন্থ রচনার গুরুত্ব অপরিসীম।

বাংলাদেশের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া ইসলামি ও আরবি বিষয়ে বিস্তৃত গবেষণা হয়নি। বিশেষত মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় দীর্ঘদিন যাবত উচ্চতর গবেষণার সুযোগ ছিল না বললে অত্যুক্তি হবে না। ২০০৬ সাল থেকে ফাযিল ও কামিল মাদরাসাসমূহ কুষ্টিয়াস্থ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ন্তভুক্ত হওয়ায় এ সমস্যা কাটিয়ে উঠে গবেষণার দ্বার উন্মুক্ত হয়। এর ধারাবাহিকতায় মাদরাসার ফাযিল ও কামিল স্তরের জন্য স্বতন্ত্র এ্যাফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে "ইসলামি-আরবি বিশ্ববিদ্যালয়"পূর্ণমাত্রায় তার কার্যক্রম শুরু করেছে। অন্যদিকে ইসলামি শিক্ষায় অনন্য ভূমিকা পালনকারী কওমী মাদরাসার উচ্চস্তরের শিক্ষার্থীরাও আরবি ও ইসলামি বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। কওমী মাদরাসা সনদের সরকারি স্বীকৃতি দানের বিষয়টি সরকারি পর্যায়ে বিবেচনাধীন। অতএব সার্বিক দিক বিবেচনায় বাংলাদেশে ইসলামি ও আরবি বিষয়ে গবেষণার পরিধি ভবিষ্যতে ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হওয়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে।

বাংলাদেশে আলেম সমাজ তথা ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষিতদের মধ্যে নিঃসন্দেহে সুপ্তপ্রতিভা রয়েছে। সাথে সাথে তাদের মধ্যে গবেষণার প্রচণ্ড আগ্রহও বিদ্যমান। কিন্তু বাংলা ভাষায় সমসাময়িক ইসলামি গবেষণাপদ্ধতি সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ও সমন্বিত গ্রন্থ না থাকায় ইসলামি গবেষণাকর্ম সম্পাদন করতে গিয়ে অনেকে

ইতস্তত বোধ করেন; ফলে তাঁরা তাঁদের প্রতিভা যথাযথভাবে বিকাশের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। অন্যদিকে বাংলা ভাষায় ইসলামি সাহিত্যের ভাণ্ডার গতানুগতিক ধারায় গড়ে উঠছে, যেখানে যথাযথ গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণের ছাপ অনুপস্থিত। যার ফলে গবেষককে এসব উৎস থেকে তথ্য-উপাত্ত গ্রহণের ব্যাপারেও নানামুখি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। বর্তমান বাজারে ইসলামি গবেষণা পদ্ধতির নামে কয়েকটি গ্রন্থ পাওয়া গেলেও তা বিভিন্ন সমস্যা ও অপূর্ণতায় জর্জরিত। কোন কোন গ্রন্থ তো এমনও রয়েছে যে, গবেষণা পদ্ধতির গ্রন্থ হওয়া সত্ত্বেও তা রচনার ক্ষেত্রে কোন গবেষণা পদ্ধতি বা নীতিমালা অনুসরণ করা হয়নি। কোন গ্রন্থই একজন গবেষকের গবেষণা কর্মের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি স্তরের যথার্থ ও পূর্ণাঙ্গ আলোচনা সন্নেবেশিত করেনি। এককথায় আধুনিক বিশ্বের সাথে তালমিলিয়ে গবেষণা পদ্ধতির সর্বশেষ সংযোজনসহ সমন্বিত কোন গ্রন্থ সম্পূর্ণভাবেই অনপুস্থিত।

উপর্যুক্ত বিভিন্ন দিক বিবেচনায় এনে বাংলায় ইসলামি ও আরবি বিষয়ে গবেষণা পদ্ধতির ওপর একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ আবশ্যক অনুভূত হওয়ায় লেখকদ্বয় সে আবশ্যকতা পূরণের দায়বদ্ধতাকে সামনে নিয়ে এ গ্রন্থ প্রণয়ন করতে সচেষ্ট হয়েছেন। গ্রন্থটি রচনার ক্ষেত্রে বহুমাত্রিক পদ্ধতি গ্রহণ করা হলেও সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে ইসলামি বিষয়ে গবেষণা ও সাধারণ বিষয়ে গবেষণার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা পদ্ধতির ওপর। নানা দিক থেকে গ্রন্থটির স্বাতন্ত্র্য তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটি দিক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গবেষণা সম্পর্কিত মৌলিক বিষয়গুলো আলোচনার ক্ষেত্রে এ বিষয়ক সমসাময়িক বিভিন্ন তত্ত্ব ও মতামত উল্লেখ করা হয়েছে। গবেষণা পদ্ধতির আলোচনায় গবেষণা পদ্ধতির উৎপত্তি ও উন্নয়নে মুসলিম মনীষীগণের অবদান উল্লেখের পাশাপাশি ইসলামি গবেষণার পদ্ধতি ও বিষয়ভিত্তিক গবেষণার বিশেষ পদ্ধতি সন্নিবেশিত হয়েছে। পৃথক অধ্যায়ে গবেষণা প্রস্তাবনার আলোচনা নিয়ে এসে এর প্রতিটি বিষয়ের যথাযথ বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রচলিত পদ্ধতির পাশাপাশি আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কিত আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। উদ্ধৃতি উপস্থাপনের বিভিন্ন পদ্ধতি যথা APA, CMS, MLA, CSE, Harvard ইত্যাদির আলোচনা ও উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। একাডেমিক থিসিস তথা মাস্টার্স ও পিএইচডি অভিসন্দর্ভ ব্যতীত অন্যান্য গবেষণাকর্ম যেমন অ্যাসাইনমেন্ট, টিউটোরিয়াল, গবেষণা প্রকল্প, গবেষণা প্রতিবেদন, টার্ম পেপার, ওয়ার্কিং পেপার, গবেষণা প্রবন্ধ, কনফারেন্স, কর্মশালা সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে।



নবীন ও প্রবীণ উভয় শ্রেণির গবেষকের সুবিধার্থে এ গ্রন্থে বিষয়ভিত্তিক উৎসগ্রন্থ এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামি ও আরবি বিষয়ে যেসব গবেষণাকর্ম সম্পন্ন হয়েছে তার একটি তালিকা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সাথে সাথে ইসলামি জীবনব্যবস্থাকে গতিশীল ও সার্বজনীন প্রমাণের জন্য যুগের চাহিদা ও উম্মাহর প্রয়োজনীয়তাকে সামনে রেখে অনাগত গবেষকগণের জন্য গবেষণার কিছু প্রস্তাবিত বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলা, ইংরেজি ও আরবি তিনভাষায় গবেষণা, গবেষণা পদ্ধতি ও গবেষণাকর্ম সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পরিভাষাকে একত্রিত করে একটি পরিশিষ্ট প্রণীত হয়েছে। তবে সঙ্গত কারণে কিছু কিছু ইংরেজি পরিভাষা সরাসরি বাংলায় ব্যবহার করা হয়েছে। গ্রন্থটিকে ব্যতিক্রমধর্মী সৃষ্টিতে রূপ দেয়ার জন্য এর প্রতিটি ক্ষেত্রে নতুনত্ব ও স্বাতন্ত্র্যের ছোঁয়া লাগানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

গ্রন্থটি স্নাতক ১ম বর্ষ থেকে শুরু করে ৪র্থ বর্ষ, মাস্টার্স, এমফিল, পিএইচডি অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রী সকলের উপযোগী করে রচনার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক দিক থেকে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মাদরাসার শিক্ষার্থী ও শিক্ষকবৃন্দ, আলিম-ওলামা, সাধারণ গবেষক, উচ্চতর গবেষক সকলেই যাতে এ থেকে উপকৃত হতে পারেন সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া হয়েছে। গ্রন্থটিকে একাধারে পাঠ গ্রহণ ও পাঠদানের জন্য ব্যবহার উপযোগী করে রচনা করা হয়েছে। সর্বোপরি ইসলামি ও আরবি বিষয়ে গবেষণার জন্য প্রণীত হলেও অন্যান্য বিষয়ের গবেষকগণ একে গবেষণা পদ্ধতির পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করতে পারবেন। আমাদের বিশ্বাস এ গ্রন্থ কাংখিত উদ্দেশ্য অর্জনে সক্ষম হবে এবং গবেষকগণ এর সাহায্যে তাদের গবেষণার মান বৃদ্ধি করতে সক্ষম হবেন।

এ গ্রন্থ প্রণয়নের ক্ষেত্রে বাংলা, ইংরেজি, আরবি ভাষায় রচিত দেশি ও বিদেশী গবেষকগণের বিভিন্ন পুস্তক, প্রবন্ধ, ম্যানুয়াল, বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার ওয়েব সাইট ইত্যাদির সাহায্য নেয়া হয়েছে। তাদের কাছে আমরা বিশেষভাবে ঋণী।

গবেষণা পদ্ধতির উন্নয়ন ও বিকাশ একটি চলমান প্রক্রিয়া। স্থান, কাল, পাত্রভেদে, সময়ের চাহিদার আলোকে ও গতিশীলতার প্রয়োজনে এর সংযোজন-বিয়োজন অনিবার্য। এক্ষেত্রে যেকোন নতুন সংযোজন পাঠক সমীপে পেশ ও গ্রন্থের মান উন্নয়নে লেখকদ্বয় দায়বদ্ধ বিধায় গ্রন্থের সার্বিক উন্নতির জন্য পাঠকের যেকোন গঠনমূলক সমালোচনা ও পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

মোহাম্মদ নেয়ামত উল্লাহ
মুহাম্মদ রুহুল আমিন